নিষেধাজ্ঞা আইন

১০০ বৎসরের নজীরসহ বিশ্লেষন

বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম ভাগ	
	সূচনা পর্ব	
প্রথম অধ্যায়	উপক্রমনিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ	২
	দ্বিতীয় ভাগ	
	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও অন্তবর্তীকালীন আদেশ	
প্রথম অধ্যায়	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	আওতা	৭
তৃতীয় অধ্যায়	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর বা না মঞ্জুরের শর্ত	৮
চতুর্থ অধ্যায়	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের নীতিসমূহ	১০
পঞ্চম অধ্যায়	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য	১৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন ও পরবর্তী আবেদন কে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারে	১৭
সপ্তম অধ্যায়	অস্থায়ী ও অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	১৯
	তৃতীয় ভাগ	
	নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে বিশ্লেষণ মূলক সিদ্ধান্তসমূহ	
প্রথম অধ্যায়	অস্থায়ী ও অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার মঞ্জুরের স্বপক্ষে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	৫২
	চতুর্থ ভাগ	
	নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্তসমূহ	
প্রথম অধ্যায়	অস্থায়ী ও অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের বিপক্ষের উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	৬৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পঞ্চম ভাগ	
	নিষেধাজ্ঞার মঞ্জুরের পক্ষের ও বিপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহ	
প্রথম অধ্যায়	বিভিন্ন ধরণের নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর ও না-মঞ্জুর সর্ম্পকে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	৮০
	ষষ্ঠ ভাগ	
	স্থিতাবস্থা	
প্রথম অধ্যায়	স্থিতাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা	৯১
দ্বিতীয় অধ্যায়	স্থিতাবস্থা সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	৯২
	সপ্তম ভাগ	
	নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আপীল, রিভিশন ও রিভিউ	
প্রথম অধ্যায়	আপীল	৯৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	রিভিশন	৯৪
তৃতীয় অধ্যায়	রিভিউ	৯৪
চতুর্থ অধ্যায়	আপীল সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ-	৯৫
	অষ্টম ভাগ	
	নিষেধাজ্ঞা অমান্য	
প্রথম অধ্যায়	নিয়ম	৯৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	নিয়মের বিশ্লেষণ	৯৭
তৃতীয় অধ্যায়	নিষেধাজ্ঞা অমান্য সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	১০৫
	নবম ভাগ	
	অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদান	
প্রথম অধ্যায়	নিয়ম	১১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিশ্লেষণ	১১০
তৃতীয় অধ্যায়	উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	১১০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	দশম ভাগ	
	নিষেধাজ্ঞার আদেশ, মুক্ত, পরিবর্তন ও রদ হইতে পারে	
প্রথম অধ্যায়	নিয়ম	১১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিশ্লেষণ	১১৩
তৃতীয় অধ্যায়	উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	১১৪
	দশম ভাগ (১)	
	সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা হইলে উহার কর্মচারীদের উপর বাধ্যবাধকতা	১১৬
	একাদশ ভাগ	
	অন্তর্বর্তী কালীন আদেশ	১১৬
	দ্বাদশ ভাগ	
	মামলার বিষয়বস্তু আটক, সংরক্ষণ, পরিদর্শন ইত্যাদির ক্ষমতা	১১৯
	ত্রয়োদশ ভাগ	
	আদেশের জন্য আবেদন করিবার পূর্বে নোটিশ	১২১
	চতুর্দশ ভাগ	
	মামলার বিষয়বস্তু বা জমিতে দখল দেওয়া	১২২
	পঞ্চদশ ভাগ	
	আদালতে টাকা জমা দেওয়া	১২৩
	ষষ্ঠদশ ভাগ	
	সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫২ ধারার আওতায় নিরোধক প্রতিকারমূলক অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা	
প্রথম অধ্যায়	সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫২ ধারা ও উহার বিশ্লেষণ	১২৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিশ্লেষণমূলক উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২১১
	একবিংশ ভাগ	
	দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৫১ ধারার ক্ষমতা বলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং তদসম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২১৩
	দ্বাবিংশ ভাগ	
	নির্বাচন মামলায় নিষেধাজ্ঞা এবং তদসম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২১৮
	ত্রয়োবিংশ ভাগ	
	পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশধীন নিষেধাজ্ঞা এবং তদসম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২২৪
	চতুর্বিংশ ভাগ	
প্রথম অধ্যায়	পার্টিশন মামলা সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	জারী মামলা সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২২৮
তৃতীয় অধ্যায়	লেবার কোর্টের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২৩১
চতুর্থ অধ্যায়	লীজ সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২৩২
পঞ্চম অধ্যায়	ট্রেডমার্ক সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২৩৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	চাকুরী সম্পর্কে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	২৩৩

Latest Rulings on Injunction 235

১. একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ২৯৭
২. অস্থায়ী নির্দেশমূলক নিষেধাজ্ঞা ২৯৮
৩. বেদখল হয়ে গেলে 'অস্থায়ী নির্দেশমূলক নিষেধাজ্ঞা' দ্বারা মামলা চলাকালেই কি দখল ফিরে পাওয়া যায় ৩০০

প্রথম ভাগ

সূচনা পর্ব

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমনিকা

নিষেধাজ্ঞা একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকারমূলক আইন। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বলিতে এমন প্রতিকারকে বুঝায় যাহা ইকুইটি আদালত মামলা দায়েরকারী ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া থাকেন। যে কোন দেওয়ানী মামলার বিষয়বস্তুর সহিত উভয় জড়িত থাকে এবং উভয় পক্ষের স্বার্থই বিষয়বস্তুর সহিত সংপৃক্ত থাকিতে পারে। তাই উভয় পক্ষের স্বার্থকে সামনে রাখিয়া এই আদেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই ক্ষমতাকে খুবই সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কোন পক্ষই অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে নিষেধাজ্ঞা তিন প্রকার ঃ (১) অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, (২) চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং (৩) বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিবাদীর প্রতি নোটিশ জারী অন্তে শুনানী সাপেক্ষে দেওয়া হয়। যদি নোটিশ জারী করা কালীন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে নোটিশ জারী সাপেক্ষে আদালত অন্তবর্তী কালীন নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত অনেক সময় উভয় পক্ষকে বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে স্থিতাবস্থাও বজায় রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৯৪ ধারা, ৩৯ আদেশের ১ নিয়ম ও সুনির্দিষ্ট প্রতিকার ৫৩ ধারার প্রথম অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনের ৫২ ধারায় রহিয়াছে কিভাবে নিরোধ প্রতিকার করা যায়। উক্ত ধারাগুলি দ্বারা যদি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা না যায় তবে আদালত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৫১ ধারায় দেওয়া সহজাত ক্ষমতা বলেও নিষেধাজা মঞ্জুর করিতে পারে। পক্ষ আদালতের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে, তবে পক্ষকে শাস্তি দেওয়ার বিধান ও এই আইনের ৩৯ আদেশের ২ নিয়মে রহিয়াছে।

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৪ হইতে ৫৭ ধারায় স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিধান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ

নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞা ঃ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে মূলতঃ কোন সংজ্ঞা আইনে দেওয়া নাই তবে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫২-৫৭ ধারা এবং দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৩৯ নং আদেশের ১-৫ নং বিধিতে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

কোন পক্ষকে কোন কাজ করিতে বাধ্য করা বা কোন কাজ করা হইতে বিরত করার জন্যে আদালত কর্তৃক আদেশকেই নিষেধাজ্ঞা বলা হয়।

আদালত কোন পক্ষকে বিশেষ কোন কাজ করিতে বাধ্য করার জন্য অথবা বিশেষ কোন কাজ করা হইতে নিবৃত্ত বা বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন।

সাধারণতঃ মোকদ্দমার মূল উদ্দেশ্য বলবৎকরণ, মোকদ্দমার বিষয়বস্তু সংরক্ষণ এবং বিচার নিষ্পত্তির স্বার্থে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে।

নিষেধাজ্ঞা আদেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি পবিত্র ও শক্তিশালী নির্দেশ। এই আদেশ অনেকাংশেই আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত এই আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

নিষেধাজ্ঞার বৈশিষ্ট্য ঃ

নিষেধাজ্ঞার রকম, প্রকৃতি ও প্রয়োগ অনুযায়ী নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

(১) ইহা একটি বিচার বিষয়ক কার্যধারা (Judicial process)।

(২) ইহার দ্বারা কোন (মোকদ্দমার) পক্ষকে কোন কাজ করিতে বাধ্য করা হইয়া থাকে।

(৩) ইহার দ্বারা কোন (মোকদ্দমা) পক্ষকে কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।

(৪) নিষেধাজ্ঞা আদেশটি অবশ্যই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ও বলবৎ হইতে হইবে।

(৫) নিষেধাজ্ঞা আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রহিয়াছে।

নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নিষেধাজ্ঞার সাধারণ উদ্দেশ্য হইল অন্যায় কাজকে বারিত করা; অর্থাৎ অনুচিত অধিকার প্রয়োগ বারিত করা; আশংকিত ক্ষতি নিবারণ করা, দখল পুনরুদ্ধার করা এবং সম্পত্তির চিরস্থায়ী ভোগের অধিকারকে রক্ষা করা। অধিকারকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ না করা পর্যন্ত বিরোধীয় সম্পত্তির ক্ষতি রক্ষা করা কিংবা বিরোধীয় সম্পত্তি অপর পক্ষের দখলাধীনে যাওয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের পিছনে যে উদ্দেশ্য আছে তাহা হইল বৈধ অধিকার রক্ষা করা, মামলা পেন্ডিং থাকাকালে ভবিষ্যৎ ক্ষতি এড়াইয়া যাওয়া এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিষয় বস্তুর স্থিতাবস্থা বজায় রাখা।

আইনের শাসনকে তোয়াক্কা না করিয়া এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইয়া যাহারা অপরের অধিকার হস্তক্ষেপ করে তাহাদের হাতকে স্তব্ধ করার জন্যেই নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন এবং আইনে একারণেই এই বিষয়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহারা সবল তাহারাই দুর্বলের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস পায়। অতএব, দুর্বলদের অধিকারে সকলের হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্যে নিষেধাজ্ঞা অতীব প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, একই ধরনের শক্তিশালী দুইপক্ষের আইনগত অধিকার সম্পর্কে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন দাংগা বাধা খুবই স্বাভাবিক এবং এই দাংগা এড়ানোর জন্যে বিষয় বস্তুর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নিমিত্তে তখন নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন হয়। নিম্ন আদালতের ডিক্রি বা আদেশের অসম্মতিতে উর্দ্ধতন আদালতে আপীল বা রিভিশন চলাবস্থায় যাহাতে বিষয়বস্তুর ব্যঘাত না হয় বা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না ঘটে সেই কারণে উর্দ্ধতন আদালত কর্তৃক কিংবা ডিক্রি বা আদেশ প্রদানকারী আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের প্রয়োজন হইতে পারে। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা ভিন্ন ধরনের। ডিক্রি বা আদেশ কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখার যে, আদেশ দেওয়া হয় তাহাই হলো এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা।

নিষেধাজ্ঞার প্রকারভেদ ঃ

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুসারে নিষেধাজ্ঞা তিন প্রকার যথা ঃ

(১) অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা;

(২) চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা; এবং

(৩) বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা।

উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ ছাড়াও আদালত আরও তিন ধরণের নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিয়া থাকেন। যথা ঃ

(৪) বিশেষ নিষেধাজ্ঞা;

(৫) স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ; এবং

(৬) দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতার ১৫১ ধারা মতে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা।

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার নিষেধাজ্ঞা পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হইলঃ

(১) অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ঃ

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৩ ধারা মোতাবেক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে এমন একটি নিষেধাজ্ঞা যাহা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা আদালত কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকে। মামলার যে কোন পর্যায়েই উহা মঞ্জুর করা যায় এবং দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যেহেতু বিষয়টি দেওয়ানী কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতার নির্দেশাবলী আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতার ৩৯ আদেশের ১ বিধিতে উল্লেখ আছে সেখানে কোন মামলায় হলফনামা বা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হয় যে,-

(ক) মামলার অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি মামলার কোন পক্ষ কর্তৃক বিনষ্ট, ধ্বংস বা হস্তান্তরিত হওয়ার আশংকা আছে অথবা ডিক্রি কার্যকরী করার জন্যে ভুলক্রমে বিক্রয় করা হইয়াছে, অথবা

(খ) প্রতিবাদী তাহার পাওনাদারকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তাহার সম্পত্তি অপসারিত বা হস্তান্তরিত করার ইচ্ছা প্রকাশ বা হুমকি প্রদর্শন করিতেছে, তখন আদালত অনুরূপ কাজ রোধ করার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিতে পারেন অথবা মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি বিনষ্ট, ধ্বংস, হস্তান্তর অপসারণ স্থগিত বা রোধ করার উপযুক্ত অন্য কোন আদেশ দিতে পারেন।

দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতার ৩৯ আদেশের ২ (১) বিধিতে উল্লেখ আছে যে, চুক্তি ভংগ করা বা অন্য কোনরূপ ক্ষতিকর কাজ হইতে প্রতিবাদীকে বিরত রাখার মামলায়, তাহাতে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হউক বা না হউক, বাদী মামলা চলাকালীন যে কোন সময় এবং রায়ের পূর্বে অথবা পরে প্রতিবাদীকে উক্ত চুক্তি বা ক্ষতিকর কাজ হইতে বা একই চুক্তি হইতে উদ্ভুত ক্ষতি বা একই সম্পত্তি বা অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ক্ষতির কাজ হইতে বিরত রাখার জন্যে আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারেন।

(২) চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ঃ

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র মূল মোকদ্দমার শুনানীর পর মামলার গুণাগুণের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত ডিক্রি দ্বারাই মঞ্জুর করা যায়। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে প্রতিবাদীকে চিরস্থায়ীভাবে এমন একটি অধিকার প্রয়োগ

হইতে বা এমন একটি কাজ করা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয় যাহা বাদীর অধিকারের বিপরীত হইতে পারে। এই নিষেধাজ্ঞা আদালত কর্তৃক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বৈধ ও বহাল থাকে।

(৩) বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা ঃ

একটি বাধ্যবাধকতা ভংগ করাকে রোধ করে কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করতে বাধ্য করার আদেশ দেওয়াকে বাধ্যতামূলক বা আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞা বলা হয়।

(৪) বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ঃ

বিশেষ আইন বলে যে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয় তাহাকে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা বলা হয়। ১৮৮২ সালের সুখাধিকার আইনের ৩৫ ধারা, কোম্পানী আইনের ৫৫ এবং ৬৮ ধারা ১৮৯০ সালের অভিভাবক এবং অভিভাবকের রক্ষণাধীন ব্যক্তি আইনের ১২ ধারা, ১৯২০ সালের দেউলিয়া আইনের ৫ ধারা এবং ১৯৪০ সালের সালিশী আইনের ১৮, ২০, ২৭, ৩২, ৩৪ এবং ৪১ ধারায় নিষেধাজ্ঞার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে এবং ঐগুলিই বিশেষ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদাহরণ।

(৫) স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ ঃ

স্থিতাবস্থা যখন বিবদমান পক্ষের মধ্যে কোন বিষয় বা সম্পত্তি লইয়া বিরোধ দেখা দেয় এবং ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর, রকম পরিবর্তন, স্থানান্তর বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে তখন আদালত জরুরী হেতুর প্রেক্ষিতে যে কোন এক পক্ষকে বা উভয় পক্ষকে ঐ সম্পত্তি বা বিষয়ের বর্তমান অবস্থান, রকম বজায় রাখার নির্দেশ দেন। যাহাতে ঐ সম্পত্তি যে অবস্থায় আছে তদবস্থায়ই বহাল থাকে। এই আদেশকেই "স্থিতাবস্থা" বলা হয়। এই স্থিতাবস্থার বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা নিষেধাজ্ঞার অনুরূপ এই জন্য উচ্চ আদালতের ভাষায় "স্থিতাবস্থার অপর নাম নিষেধাজ্ঞা" -- বলা হয়। এই স্থিতাবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান বা ধারা অনুসরণ করা হয় না বরং সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এই স্থিতাবস্থা প্রদানের নিয়ম থাকায় ইহা একটি অলিখিত বা প্রচলিত বিধান হিসাবে আদালত ব্যবহার ও অনুসরণ করিয়া থাকে।

(৬) দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতার ১৫১ ধারা মতে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ঃ

দেওয়ানী কার্যরিধি সংহিতার ৯৪ ধারা এবং ৩৯ আদেশের ১ ও ২ বিধি মোতাবেক যখন কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না তখন আদালত ১৫১ ধারা মতে সহজাত এখতিয়ার প্রয়োগ করে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিতে পারেন।